মহাকবি শেখ সা'দী

মোবারক হোসেন খান

শেখসাদী

মোবারক হোসেন খান

www.pathagar.com

মহাকবি শেখ সা'দী

মোবারক হোসেন খান

ইফাবা--১১১৫

ই.ফা.বাশি প্রকাশনা--৩২৮

ই.ফা.বা গ্রন্থাগার—৯২৮'৯১৫

প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর, ১৯৮৩
কার্তিক, ১৩৯০
মহর্‌রম, ১৪০৪

প্রকাশক ঃ মোসলেম উদ্দিন
শিশু-কিশোর গ্রন্থ প্রকাশনা
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা-২

প্রচ্ছদ ও
অঙ্গসজ্জা ঃ সমরজিৎ রায় চৌধুরী

মুদ্রণ ঃ ওবায়দুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা

বাঁধাই ঃ মনি বুক বাইণ্ডার্স
৩/৬, লিয়াকত এভেন্যু, ঢাকা-১

ছাপা ঃ ৫২৫০ কপি

মূল্য ঃ **চার টাকা**

MAHAKABI SHEIKH SADI : The life-sketch of the great poet Sheikh Sadi, written by Mobarak Hossain Khan and published by Moslemuddin, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka to celebrate the fifteen century Al-Hijrah. **Price : Tk.** 4·00

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার সহোদর
শেখ সা'দী খানকে

www.pathagar.com

আমাদের কথা

যুগ যুগ ধরে দুনিয়ার বুকে মহামনীষীদের আবির্ভাব ঘটেছে। জ্ঞানের আলোকে মানুষকে তাঁরা সত্য ও সুন্দরের পথের সন্ধান দিয়েছেন। জ্ঞান-তাপস মনীষীরা জ্ঞানের সূর্য। তাঁরা জ্ঞানের আলো অকৃপণভাবে বিতরণ করেন। তবুও তাঁদের জ্ঞানের ভাণ্ডার কোনো দিন নিঃশেষিত হয় না।

জ্ঞান-সাধনার এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ছিলেন মহাকবি শেখ সা'দী। জ্ঞানের সন্ধানে তিনি তাঁর সুদীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করেছেন। তাঁর জীবন-কথা আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিক বর্তমানের শিশু-কিশোরদের এক দিগ-দর্শন। এই মহান পুরুষের জীবন-কথা পড়ে আমাদের দেশের শিশু-কিশোররা তাদের জীবন-চলার পথের সন্ধান পাবে সেই প্রত্যাশা নিয়ে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ছোটদের জন্য আকর্ষণীয় 'মহাকবি শেখ সা'দী' বইটি প্রকাশ করেছে।

'মহাকবি শেখ সা'দী' ক্ষুদে পাঠকদের মন জয় করতে পারবে বলে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে।

আবদুল গফুর
প্রকাশনা পরিচালক

www.pathagar.com

লেখকের কথা

শেখ সা'দী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তিনি মহাকবি। তাঁর জীবন-কথা আমাদের দেশের শিশু-কিশোরদের মনে এক নতুন অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করবে। সেই জিজ্ঞাসার পথ ধরে তারা জ্ঞানের জগতের সন্ধান পাবে। জ্ঞানের সেই ভুবন থেকে জ্ঞান আহরণ করে তারা নিজেদের জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে পারবে।

শিশু-কিশোরদের মনের মতো করে তাই 'মহাকবি শেখ সা'দী' বইটি তাদের হাতে তুলে দিলাম।

মোবারক হোসেন খান

www.pathagar.com

রাত তখন গভীর। বড় একটা ঘর থেকে কোরআন তেলওয়াতের সুমধুর সুর ভেসে আসছিলো। সমবেত কন্ঠের তেলওয়াতের সুর এক অপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি করছিলো। ঘরের ভেতর আলো জ্বলছিলো। কোরআন তেলওয়াত করছেন ঘরের ভেতরে অনেকে। একপাশে একটি ছোট্ট ছেলে বাবার পাশে বসে কোরআন পাঠ করছিলো। ধীরে ধীরে রাত গভীর হয়ে আসছিলো। ঘরের সবাই একে একে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। কিন্তু ঘুম নেই ছোট্ট ছেলেটির চোখে। আর ঘুম নেই ছেলেটির বাবার চোখে। রাত যতই গভীর হচ্ছিলো, তাদের মনোযোগ যেন আরো দৃঢ় হচ্ছিলো। এক মনে পিতা-পুত্রে কোরআন তেলওয়াত করে চললো।

ধর্মের প্রতি অনুরাগী এই ছোট্ট ছেলেটির নাম শেখ সা'দী। পরবর্তীকালের মহাকবি শেখ সা'দী।

শেখ সা'দীর জন্ম ১৩৩৩ সালে শিরাজ নগরীতে। অবশ্য তাঁর জন্ম সাল নিয়ে মতভেদ আছে। তবে এ কথা সত্যি যে, তিনি মযাফ্ফর উদ্দীন আতবেক সাদ যঙ্গীর রাজত্বকালে জন্ম গ্রহণ করেন।

শিরাজ নগরী এককালে ইরানের রাজধানী ছিলো। শিরাজ একটি অতি মনোরম শহর। পাহাড়-পর্বত, উপসাগর আর মরুপ্রান্তরে ঘেরা। এই শিরাজ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন মুসলিম দুনিয়ার প্রথম বিজেতা সুলতান মুহম্মদ বিন কাশেম। তারপর সুলতান আযছদ্‌দৌল্লাহ্ দিলিমি ও তাঁর পুত্র শেখ সামুদ্‌দৌল্লাহ্‌র সময়ে শিরাজ নগরী প্রসিদ্ধি লাভ করে। শিরাজের আবহাওয়া ছিলো খুবই মনোরম। এমনি একটি সুন্দর ও মনোরম নগরে জন্ম গ্রহণ করেন শেখ সা'দী।

www.pathagar.com

শেখ সা'দী নিয়মিত নামায পড়তেন

শেখ সা'দীর আসল নাম মুশার্‌রফউদ্দীন ইবন্ মুসলেহউদ্দীন আবদুল্লাহ। সা'দী তাঁর খেতাবী নাম। কবিতা লিখতেন বলে

www.pathagar.com

তিনি আপন নামের সংগে সা'দী যোগ করে দেন। ছোট্ট করে নিজের নাম দেন শেখ সা'দী। তিনি তুকলা বিন্ সাদ্ যঙ্গীর আমলে কবিতা লেখা শুরু করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি শেখ সা'দী নামে মশহুর হয়ে উঠেন। তাঁর বাবা শিরাজের রাজদরবারের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শেখ সা'দীর বাবা একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন খোদাভক্ত দিনদার মুসলমান। পিতার সাহচর্যে পুত্র শেখ সা'দীও অল্প বয়সে ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি নিয়মিত নামায পড়তেন। রোযা রাখতেন। আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল থাকতেন। কোনো ধর্মানুষ্ঠান তিনি বাদ দিতেন না। তিনি রোজ গভীর রাত পর্যন্ত কোরআন তেলওয়াত করতেন। স্নেহময় পিতার ধর্মীয় উপদেশ শেখ সা'দীকে কুসংসর্গ থেকে দূরে রেখেছিলো। মহান ব্যক্তিরূপে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার পথ দেখিয়ে ছিলো। পিতার আদেশ অনুসরণ করে প্রথম জীবনে শেখ সা'দী ইবাদত বন্দেগীতে কাল অতিবাহিত করতেন। তাঁর মাতাও একজন পরহেযগার মহিলা ছিলেন। তাঁর মামা আল্লামা কুতুবউদ্দীন শিরাজী ছিলেন একজন বহুদর্শী।

শেখ সা'দীর শৈশবকালে তাঁর বাবা ইন্তেকাল করেন। তাঁর গুণবতী মা তাঁকে স্নেহ দিয়ে মানুষ করতে লাগলেন। মামা আল্লামা কুতুবউদ্দীন শিরাজীর নিকটও তিনি ধর্ম শিক্ষা লাভ করেন। পারিবারিক এই ধর্মীয় পরিবেশ শেখ সা'দীকে একনিষ্ঠ ধর্মপরায়ণ বালকে পরিণত করেছিলো। অল্প বয়সেই তিনি অনেক আলেম ও গুণী ব্যক্তির কাছে জ্ঞান লাভের সুযোগ পান।

ধর্মীয় শিক্ষায় জ্ঞান লাভের জন্য শেখ সা'দী গছদিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। গছদিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সুলতান গছদ্‌দৌল্লাহ্। ধর্মীয় শিক্ষা প্রসারের জন্য সুলতান এ ধরনের আরো অনেক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

www.pathagar.com

শেখ সা'দী যে কালে জন্মগ্রহণ করেন সে কালে নিশ্চিন্ত মনে বিদ্যার্জন বেশ কঠিন ছিলো। কেননা, তখন দেশে প্রায়ই অরাজকতা ও বিশৃংখলা লেগে থাকতো। আতাবক সাদ যঙ্গী একজন দয়ালু সুলতান ছিলেন। কিন্তু তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিলো অত্যন্ত উঁচু। দেশ জয় করে নিজের ক্ষমতা জাহির করার লোভ তিনি সামলাতে পারতেন না। ফলে, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রায়ই লেগে থাকতো।

সুলতান আতাবক সাদ যঙ্গীর উচ্চাভিলাষ একদিন সর্বনাশ ডেকে এনেছিলো। দেশের এই পরিস্থিতি ও পরিবেশে শত্রু সৈন্যরা শিরাজ নগরী আক্রমণ করে তছনছ করে দিলো। সেটা সপ্তম শতকের প্রথম ভাগ।

কিছুদিন যেতে না যেতেই সুলতান গিয়াসউদ্দীন পুনরায় শিরাজ আক্রমণ করলেন। শিরাজ নগরীকে তিনি সর্বস্বান্ত করে ছাড়লেন। দেশে অশান্তি নেমে এলো। অনিশ্চয়তা বিরাজ করতে লাগলো। কিশোর শেখ সা'দীর মনে এই যুদ্ধ-বিগ্রহের ভয়াবহ তাণ্ডবলীলা ভীষণভাবে দাগ কেটেছিলো। তিনি আর শিরাজে থাকতে চাইলেন না।

www.pathagar.com

দুই

শিরাজ ছেড়ে তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের আশায় বাগদাদের পথে রওয়ানা হলেন। মাতৃভূমি শিরাজ ছেড়ে যেতে শেখ সা'দীর খুব কষ্ট হচ্ছিলো। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার আকাঙ্ক্ষায় শেষ পর্যন্ত সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ভুলে তিনি বাগদাদে চলে এলেন।

বাগদাদ তখন ইসলামী শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিলো। তখনকার দিনে মুসলিম দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় ধর্মীয় শিক্ষার জন্য ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র ও মাদ্রাসা স্থাপন করা হতো। দূর-দূরান্তের ছাত্ররা এই সকল শিক্ষা কেন্দ্র ও মাদ্রাসায় শিক্ষালাভের জন্য আসতো। এই ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রগুলো বাগদাদ, ইস্পাহান, বসরা, হেরাত, নিশাপুর, শাম, ইরাক ও মিশরে স্থাপিত হয়েছিলো। আর বাগদাদ ছিলো ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রগুলোর অন্যতম। ১০৬৫ সালে বাগদাদের নিযামিয়া মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। এর প্রতিষ্ঠা করেন সুলতান আলফ আরসালানের বিখ্যাত উযীর নিযাম-উল-মুল্‌ক। এই মাদ্রাসার মুতাওয়াল্লী ছিলেন শিরাজের বিখ্যাত আলেম শেখ আবু ইসহাক শিরাজী।

নিযামিয়া মাদ্রাসা প্রসিদ্ধ ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্ররূপে সুনাম অর্জন করেছিলো। বিশ্ববিখ্যাত আলেম ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এই মাদ্রাসা থেকে শিক্ষালাভ করেন। এই মাদ্রাসার যে সকল ছাত্র দুনিয়া জোড়া বিখ্যাত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইমাম আবু হামেদ গাযযালী, আবদুল কাদের সোহ্‌রাওয়ার্দী, আবু হামেদ এমামউদ্দীন মোসলী প্রমুখ মনীষী।

শিরাজ থেকে বাগদাদ বহু দূরের পথ। শিক্ষার আলোয়

www.pathagar.com

নিজেকে আলোকিত করার জন্য শেখ সা'দী অত দূরের পথ পাড়ি দিতে মোটেও চিন্তা করেন নি। বিদ্যাশিক্ষার প্রতি তাঁর ছিলো প্রবল আকর্ষণ। সেই আকর্ষণ লোহার প্রতি চুম্বকের আকর্ষণের মতো। এক শুভ দিনে বহু যোজন পথ পার হয়ে শেখ সা'দী নিযামিয়া মাদ্রাসায় এসে ভর্তি হলেন। এই মাদ্রাসার ইমাম ছিলেন আল্লামা আবুল ফরজ আবদুর রহমান ইব্নে জাওযী। তিনি তফসীর ও হাদিস শাস্ত্রে ছিলেন অতিশয় দক্ষ। তিনি আরবী ভাষায় অনেক বই রচনা করেন। তাঁর নিকট শেখ সা'দী বিদ্যা শিক্ষা লাভ করতে লাগলেন। শেখ সা'দী অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। এলেম হাসিলের প্রতি তাঁর সীমাহীন আকর্ষণ ছিলো। নিজের প্রতিভা ও মেধার গুণে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মাদ্রাসার বৃত্তি লাভ করেন।

বাল্যকাল থেকেই শেখ সা'দী ধর্মভীরু ছিলেন। ধর্মের প্রতি তাঁর অকুন্ঠ অনুরাগ ছিলো। তিনি ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি ছিলেন অনুগত। ধর্মপ্রাণ পিতার কাছে ধর্মের অনুশাসন শিখেছিলেন। তাই শৈশবকালে ফকিরী ও দরবেশীর প্রতি তাঁর প্রবল ঝোঁক ছিলো।

বাগদাদে অধ্যয়নকালে শেখ সা'দী তারুণ্যে পদার্পণ করেন। শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন ঘটে। জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার এলেম হাসিলের প্রতি তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, জ্ঞানী তথা আলেমদের জ্ঞানের আলো ডুবন্ত মানুষদের বেঁচে উঠতে সাহায্য করে। তাই শিক্ষার আলোকে নিজের জ্ঞানের সীমাকে বাড়িয়ে তুলতে যত্নবান হলেন। আর জ্ঞানের অন্বেষণ কালেই তিনি আল্লামা শাহাবউদ্দীন সোহরাওয়া-দীর সাহচর্য লাভ করেছিলেন।

শেখ সা'দীর জ্ঞান আহরণের স্বপ্ন সফল হয়েছিলো। তিনি একদিন নিজের অসাধারণ প্রতিভার গুণে পারস্যের শ্রেষ্ঠ তথা

www.pathagar.com

বিশ্বের মহাকবিরূপে পরিচিত হয়েছিলেন। মহাকবি শেখ সা'দীর রচিত গুলিস্তাঁ ও বোস্তাঁ দু'টি অমর গ্রন্থ।

বাগদাদে পড়াশুনার সময় শেখ সা'দী অনেক উত্থান-পতনের নীরব সাক্ষী ছিলেন। বাগদাদের খলিফাদের চরম উন্নতি দেখার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিলো। আবার খলিফাদের মর্মান্তিক দুর্দশা দেখার দুর্ভাগ্যও তাঁর হয়েছিলো।

শৌর্য-বীর্য ও শান-শওকতের জন্য আব্বাসীয় খলিফারা ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। বিশেষ করে খলিফা হারুন-অর-রশিদ ছিলেন কিংবদন্তীর বাদশাহ। তাঁর রাজ্যত্বকাল ছিলো শান ও শওকতে ভরপুর। খলিফা মামুন-অর-রশিদের রাজত্বকালও আব্বাসীয়দের শৌর্য-বীর্যের স্বাক্ষর বহন করে।

শেখ সা'দী যখন বাগদাদে পড়াশুনা করছিলেন, তখন আব্বাসীয়া খলিফাদের শেষ কাল। পূর্বপুরুষের নামধাম তখন শুধু মিটিমিটি জ্বলছিলো। নিভবার আগে প্রদীপের আলো যেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠে, তেমনি আব্বাসীয়দের শেষ খলিফা মুসতাসিম বিল্লাহর আমলে বাগদাদে তাঁর পূর্বপুরুষের গৌরব আবার কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো।

খলিফা হারুন-অর-রশিদের যে দরবার একদিন পণ্ডিত ব্যক্তিদের সমাবেশে পরিপূর্ণ ছিলো, তা আবার জ্ঞানীগুণীদের আগমনে ভরে উঠতে লাগলো। যে বাগদাদ একদিন জ্ঞান-গরিমার শীর্ষে ছিলো, আবার সে নতুন করে সেই হারিয়ে যাওয়া গৌরব ফিরে পেলো। বাগদাদে আবার মনীষী ও গুণীদের ভিড় জমতে শুরু করলো।

বাগদাদের অতীতের সোনালী যুগ যেন ফিরে এলো। খলিফার মর্যাদা চরমে পৌঁছলো। শেখ সা'দী ক্রমে ক্রমে বাগদাদের এই উন্নতি দেখলেন। রাজকীয় গৌরব আর গরিমায় বাগদাদের অপরূপ রূপ দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। জ্ঞানী মনীষীদের

www.pathagar.com

সমাবেশ দেখে উচ্ছলিত হয়েছিলেন। এই পরিবেশে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেছিলেন। বাগদাদের উন্নতি দেখতে পেয়েছেন বলে নিজেকে সৌভাগ্যবান ভেবেছিলেন। তেমনি আবার বাগদাদের খলিফাদের পতনের সাক্ষীও ছিলেন তিনি।

বাগদাদের খিলাফত সুদীর্ঘ ছয় শ' বছর ধরে আপন মহিমায় বিরাজিত ছিলো। বাগদাদের তখনকার শৌর্য-বীর্য দুনিয়াকে বিস্ময়াভিভূত করেছিলো। শেখ সা'দী সেই খিলাফতের শেষ প্রদীপটিও নিভতে দেখেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, দুনিয়াতে কোনো জিনিসই চিরস্থায়ী নয়। জীবনের উত্থান-পতন আছে। গরিমার স্বর্ণ শিখরে উঠলেও যে একদিন আবার মাটিতে নেমে আসতে হতে পারে, এই সত্য তিনি মনে-প্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন।

মুসলমানদের বীরত্ব একদিন দুনিয়া জুড়ে বিস্তার লাভ করেছিলো। মুসলমান যেদিকে গেছে সেদিকে জয়মালা গলায় পরেছে। বাগদাদের বিজয়ী সেই মুসলমানদের গৌরব তাতারী সৈন্যরা নির্মম অত্যাচারে ধূলিতে মিশিয়ে দিয়ে গিয়েছিলো। শেখ সা'দী নিজ চোখে তা দেখেছেন। হালাকু খানের নিষ্ঠুর তলোয়ারের আঘাতে বাগদাদের মানুষের মধ্যে মর্মান্তিক আর্তনাদ শুরু হয়ে গিয়েছিলো। শেখ সা'দী সেই নিষ্ঠুর দৃশ্যেরও সাক্ষী ছিলেন।

মুসলমানদের এই দুর্ভাগ্যের সময়ে খলিফা মুসতাসিম বিল্লাহর পতন ঘটলো। আর তাঁর সংগে আব্বাসীয় খিলাফতের শৌর্য-বীর্য ও শান-শওকত চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেলো।

www.pathagar.com

তিন

দুনিয়ার বিচিত্র ঘটনা থেকে শেখ সা'দী অভিজ্ঞতা লাভ করে-ছিলেন। বাদশাহ-সুলতানদের উত্থান-পতন আর যুদ্ধ-বিগ্রহের অশুভ পরিণাম থেকে তিনি শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। জীবন থেকে পাওয়া এই শিক্ষাই তাঁর কাব্যে স্থান পেয়েছিলো। শেখ সা'দী আজীবন তাঁর লেখা ও কর্মে সেই শিক্ষারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

শেখ সা'দী অভিজ্ঞতার সঞ্চয় বাড়ানোর জন্য তারপর ইরাক যান। ইরাক তাঁর কাছে প্রিয় ছিলো। বাগদাদের পরেই তিনি ইরাককে ভালোবাসেন। পরিভ্রমণ ছিলো শেখ সা'দীর জীবনের বৈশিষ্ট্য। ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁর শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করেছিলো।

বাগদাদের পড়াশুনা শেষ করে শেখ সা'দী ভ্রমণে রওয়ানা হন। তিনি এশিয়া ও আফ্রিকার নানা দেশ ভ্রমণ করতে শুরু করেন। আল্লাহর সৃষ্টি পৃথিবীর পাঠশালা থেকে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করতে লাগলেন। তাঁর জীবনের একটা বিরাট অংশ দুনিয়া সফর করে কেটেছে। আর এই সফরের সময় বিচিত্র অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেন।

শেখ সা'দী একজন অসাধারণ আলেম ছিলেন। খোদা-তত্ত্ব আর সানী ফেকাহশাস্ত্রে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিলো। তিনি ছিলেন

www.pathagar.com

জ্ঞান-তাপস এক মহাপণ্ডিত। তার অগাধ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর সফরকালীন এক ঘটনা থেকে।

শেখ সা'দী জীর্ণ ছদ্মবেশে জলসায় হাযির হলেন

www.pathagar.com

একবার তিনি ভ্রমণে বের হয়েছেন। নিজের পরিচয় গোপন রেখেছেন ছদ্মবেশের অন্তরালে। দেশ থেকে দেশে ঘুরে অবশেষে শাম দেশে হাযির হলেন। সফরে তাঁর পোশাক প্রায় ছিন্ন-ভিন্ন। সেখানে তখন আলেমদের একটা বিরাট জলসা হচ্ছিলো। শেখ সা'দী জীর্ণ পোশাকে সেই জলসায় হাযির হলেন। আলেমদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করাই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু তাঁর জীর্ণ-শীর্ণ পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে দারোয়ান তাঁকে জলসায় ঢুকতে দিতে নারাজ। শেষপর্যন্ত অনেক অনুনয়-বিনয় করে দারোয়ানকে রাজী করানো গেলো।

শেখ সা'দী জলসার এক পাশে চুপচাপ বসে মনোযোগ দিয়ে আলেমদের বক্তব্য শুনতে লাগলেন। ঘন্টার পর ঘন্টা পেরিয়ে গেলো। তিনি আলেমদের আলোচনায় মুগ্ধ হলেন। কিন্তু হঠাৎ বিপদ ঘটলো। আলেমদের মধ্যে একটা মাসলা সমস্যা হয়ে দেখা দিলো। কিছুতেই তাঁরা সেই মাসলার সমাধান খুঁজে পাচ্ছিলেন না। আলোচনা চললো, বিতর্ক হলো। কিন্তু মাসলার সমস্যার নিষ্পত্তি হলো না। আলেমরা যখন হাল ছেড়ে দিলেন, তখন মাসলার সমাধান বলবার জন্য শেখ সা'দী মুখ খুললেন।

কিন্তু তাঁর মলিন বেশভূষা আলেমদের মনে দাগ কাটতে পারলো না। তাঁরা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালেন। কিন্তু শেখ সা'দী তাঁদের অবজ্ঞা উপেক্ষা করে মাসলার সমাধান বাতলিয়ে দিলেন। আলেমগণ থ হয়ে গেলেন। জীর্ণ বেশ পরিহিত লোকটার মুখ থেকে অমন যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে তাঁরা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। অবজ্ঞাভরে যে লোকটাকে তাঁরা কথা বলতে দিতে চাইছিলেন না, তাঁর মুখে এতো সুন্দর বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তব্য শুনে তাঁরা মুগ্ধ হলেন। মাসলার সমাধান পেয়ে আলেমরা মহাখুশী। জলসার চারদিক থেকে শেখ সা'দীর জ্ঞানের প্রশংসা ধ্বনি শোনা যেতে লাগলো। শেখ সা'দীর প্রশংসায় জলসা মুখরিত হয়ে উঠলো।

www.pathagar.com

শেখ সা'দী ছিলেন মনে-প্রাণে পরিব্রাজক। তিনি দরবেশের মতো দেশ পরিব্রাজন করতেন। তাঁর কাছে টাকা-পয়সা থাকতো না। তিনি জানতেন যে, আল্লাহর রহমতে দিন গুজরান হয়ে যাবেই! আল্লাহর প্রতি তাঁর ছিলো অটল বিশ্বাস।

www.pathagar.com

চার

আল্লাহর পেয়ারা বান্দা নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর প্রতি শেখ সা'দীর ছিলো অগাধ ভক্তি। তাই তিনি একবার নয়, দু'বার নয়, চৌদ্দ-বার হজ্জব্রত পালন করেন। প্রতিবারই তিনি পদব্রজে মক্কা গেছেন। তিনি তদানীন্তন সুদূর হিন্দুস্থান পর্যন্ত পায়ে হেঁটে সফর করেছেন।

তার ভ্রমণ কাহিনী তিনি গুলিস্তাঁ ও বোস্তাঁ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তিনি শাম, ইরান, ইরাক, ফিলিস্তাইন, মিশর, তুরান, হাবস, কাশগর, ইয়ামেন দেশ সমূহও পরিভ্রমণ করেন। তাঁর মতো পরিব্রাজক পৃথিবীতে আর একজনই মাত্র ছিলেন—তাঁর নাম ইবনে বতুতা। প্রাচ্যদেশীর পর্যটকদের মধ্যে ইবনে বতুতা ছাড়া আর কোনো পরিব্রাজক শেখ সা'দীর মতো দেশ ভ্রমণ করেন নি। তিনি সফরের সময় বহু নদনদী পার হয়েছেন। বহু পাহাড়-পর্বত অতি-ক্রম করেছেন। বহু ধূলি ধূসরিত মরু-প্রান্তর পার হয়েছেন।

তিনি পারস্য উপসাগর পাড়ি দিয়েছিলেন। পাড়ি দিয়েছিলেন ওমান সাগর, আরব সাগর আর ভারত মহাসাগর। দেশ ভ্রমণে তাঁর ক্লান্তি ছিলো না। তিনি পরিশ্রান্ত বোধ করতেন না। ভ্রমণ ছিলো তাঁর নিত্য সংগী। দেশ ভ্রমণের সময় নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। কখনোবা তিনি বিপদেও পড়েছেন। তবে বিপদে তিনি হতাশ হতেন না। দিশেহারা হতেন না। বিপদকে জয় করার মধ্যেই আনন্দ লাভ করতেন। অনেক সময় বিপদের ঝুঁকি নিতে গিয়ে

www.pathagar.com

শেখ সা'দী নির্জন বনে খৃস্টানদের হাতে বন্দী হলেন

www.pathagar.com

খুব মুশকিলে পড়েছেন। কিন্তু সাহস, বুদ্ধিমত্তা ও ধৈর্য দিয়ে তিনি সেই অবস্থার মুকাবিলা করেছেন।

একবার ফিলিস্তাইনে মুসলমান ও খৃস্টানদের মধ্যে ধর্মযুদ্ধ শুরু হয়। সময়টা খৃস্ট দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি। ক্রমে ধর্মযুদ্ধ ভীষণ রূপ ধারণ করলো। এই যুদ্ধ শেখ সা'দীকে বিক্ষুব্ধ করে তুললো। তিনি দামেস্কবাসীদের উপর রেগে গেলেন। মনুষ্য সমাজ থেকে দূরে চলে যেতে চাইলেন। অবশেষে একদিন সত্যি সত্যি তিনি ফিলিস্তাইনের এক জংগলে চলে গেলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি সেই নির্জন বনে খৃস্টানদের হাতে ধরা পড়ে গেলেন। তিনি তাদের হাতে বন্দী হলেন।

শেখ সা'দীর বড় দুঃখ হলো। হায়রে কপাল! তিনি আক্ষেপ করে ভাবলেন, আল্লাহর এ কী কুদরত! শেষ পর্যন্ত এগাশদের হাত থেকে পালিয়ে এসে কেসোদের হাতে বন্দী হলেন? হাংগেরী ও বুলগেরিয়া থেকে কিছু ইহুদীকে বন্দী করে আনা হয়েছিলো। তিনি সেই বন্দীদের সংগে পরিখা খননের কাজে নিয়োজিত হলেন। এ ভাবেই দিন গুজরান হচ্ছিলো। শেষ পর্যন্ত পরিচিত এক ধনবান ব্যক্তি তাঁকে দশ দিনারের বদলে খৃস্টানদের হাত থেকে মুক্ত করে নেন।

শেখ সা'দীর জীবন এমনিতরো হাযারো অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ ছিলো। কিন্তু দুঃখ-কষ্টের বিরুদ্ধে তাঁর কোনো নালিশ ছিলো না। তিনি হাসি মুখে সকল ব্যথা-বেদনা আর দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতেন। তিনি নানান দেশের ভাষা শিখতে পেরেছিলেন। মোট আঠারোটি ভাষায় তিনি পণ্ডিত ছিলেন। নিজের মাতৃভাষা ছাড়াও তিনি শাম, ইরাকী ও আরবী ভাষায় অনর্গল কথা বলতে ও বক্তৃতা দিতে পারতেন।

www.pathagar.com

পাঁচ

শেখ সা'দী ছিলেন একজন কালজয়ী কবি। তিনি ছিলেন বিশ্বকবি। বিশ্বের দরবারে তাঁর কবিতা তাঁকে শ্রেষ্ঠ আসন দান করেছিলো। তাঁর অলংকারময় ভাষা আর প্রকাশের ভংগীতে যেন যাদু ছিলো। কাব্যে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার বদৌলতে ইরান, তুর্কীস্থান, তাতার ও তদানীন্তন হিন্দুস্থানে খুবই স্বল্প সময়কালের মধ্যে তিনি মশহুর হয়ে উঠেন। তাঁর সেই সুখ্যাতি ধীরে ধীরে সমগ্র পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে। তিনি একজন মহাকবির আসনে আসীন হন।

তাঁর রচনায় জীবন থেকে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছিলো। জীবনকে যেমন দেখেছেন তিনি নিজের অসামান্য লেখনীর গুণে তা ছন্দে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁর সুখ্যাতি তিনি পরিভ্রমণ কালে নিজের কানে বহু জায়গায় শুনেছেন। একবার কাশগড়ের জামে মসজিদে অদ্ভুত এক ঘটনার সূত্রপাত হয়। শিরাজ থেকে কাশগড়ের দূরত্ব ছিলো ষোলশ' মাইল।

শেখ সা'দী একবার কাশগড়ের জামে মসজিদে উঠেন। সেখানে একটি ছাত্রের সংগে তাঁর মুলাকাত ঘটে। ছাত্রটি তাঁর বাড়ী শিরাজ জানতে পেরে তাঁকে শেখ সা'দীর কালাম শোনাতে অনুরোধ করলো। তিনি ছাত্রের অনুরোধ রক্ষা করলেন। আরবীতে কালাম পেশ করলেন। ছাত্রটি অতঃপর ফারসী বয়াত শুনতে চাইলো। শেখ সা'দী একটি ফারসী বয়াত বললেন। পরে ছাত্রটি শেখ সা'দীর পরিচয় পেয়ে আনন্দিত চিত্তে তাঁর কাছে এসে মাফ চেয়েছিলো।

www.pathagar.com

শেখ সা'দীর জীবন বহু রোমাঞ্চকর ঘটনার সাক্ষী। তদানীন্তন হিন্দুস্থানের সোমনাথের একটা চমকপ্রদ ঘটনার তিনি সুন্দর বর্ণনা দিয়ে গেছেন। দেশ ভ্রমণের এক পর্যায়ে তিনি সোমনাথে হাযির হলেন। তিনি একটা মন্দিরের সামনে অসংখ্য লোককে পূজা দিচ্ছে দেখতে পেলেন। একটা প্রাণহীন মূর্তির পায়ে পূজা দিয়ে নিজেদের মনস্কামনা পূরণ করতে সবাইকে উদগ্রীব দেখে শেখ সা'দী অত্যন্ত তাজ্জব হলেন। তাঁর মনে কৌতূহল জাগলো। তিনি এই রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করলেন।

তিনি এক ব্রাহ্মণ পূজারীর নিকট গেলেন। পূজার নিয়ম-কানুন শিক্ষার অছিলায় তিনি মন্দিরে প্রবেশ করবার অনুমতি পেলেন। জানতে পারলেন যে, মূর্তি-দেবতার শক্তি রাতের বেলা দেখা যাবে। অতএব রাত্রি বেলাটা তিনি মন্দিরের ভেতর কাটিয়ে দিলেন। ভোর বেলা একদল পূজারী মন্দিরে প্রবেশ করলো। তিনি মূর্তিটিকে একখানা হাত উপরে তুলে তাদের আশীর্বাদ করতে দেখলেন।

শেখ সা'দী তারপর প্রায়ই মন্দিরে আসা-যাওয়া শুরু করলেন। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণের সংগে তাঁর খাতির হয়ে গিয়েছিলো। একদিন রাত্রে সবাই চলে গেলে তিনি মন্দিরের দরজা বন্ধ করে মূর্তির হাত তুলে আশীর্বাদের রহস্য আবিষ্কার করে ফেললেন। মূর্তির পেছনে একটি রশি ধরে পর্দার আড়ালে একজন পূজারীকে বসে থাকতে দেখলেন। রশিটা মূর্তির হাতের সংগে বাঁধা। টান দিলেই হাতটা আশীর্বাদের ভংগীতে উপরে উঠে যায়। পূজারী তাঁকে দেখে ফেলেছিলো। তার গোপন রহস্য প্রকাশ হয়ে গেছে দেখে সে পালিয়ে গেলো।

শেখ সা'দীর ধৈর্যের বাঁধ কিন্তু একবার ভেংগে গিয়েছিলো। পরে তাঁর ধৈয হারাবার জন্য অবশ্য তওবা করেছিলেন। শেখ সা'দীর টাকা-পয়সা ছিলো না। তাই জুতা খরিদ করার মতো

www.pathagar.com

সামর্থ্য তাঁর ছিলো না। জুতার অভাবে তাঁর মন খুব খারাপ ছিলো। সংযম আর ধৈর্যের বাঁধ ভেংগে গিয়ে বার বার তাঁর জুতোর কথা মনে হচ্ছিলো। মনের দুঃখ মেটাতে তিনি কুফার মসজিদে গিয়ে ঢুকলেন। মসজিদে ঢুকেই তাঁর জ্ঞান হয়। তিনি একজন লোককে শুয়ে থাকতে দেখলেন। লোকটির একটি পা নেই। শেখ সা'দী সংগে সংগে তাঁর হৃত ধৈর্য ফিরে পেলেন। আল্লাহ্‌র কাছে শোকর গুজার করে নিজের খালি পা থাকাকেও গণিমত বলে ভাবলেন।

শেখ সা'দী অত্যন্ত অতিথিবৎসল ছিলেন। অতিথি সেবাকে তিনি পুণ্য কর্তব্য বলে মনে করতেন। ইসমাইলী মযহাবের হাকিম নাযারী কোহেস্তানীর সংগে একবার তার পরিচয় ঘটে। হাকিম নাযারী একজন কবি হিসেবেও সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। হাকিম নাযারী একবার শেখ সা'দীর আতিথেয়তা গ্রহণ করেন।

অতিথি সেবার সুযোগ পেয়ে শেখ সা'দী প্রাণ ঢেলে মেহ্‌মানের মেহমানদারী করতে লাগলেন। নাযারী তার অতিথি পরায়ণতায় অস্থির হয়ে উঠলেন। নাযারী যাবার সময় শুধু বলে গেলেন যে, তিনিও সুযোগ পেলে মেহমানদারী কেমন ভাবে করতে হয় তা দেখিয়ে ছাড়বেন। শেখ সা'দী তাঁর মেহমানদারীতে ত্রুটি হয়েছে মনে করে শরমে মরে গেলেন।

ঘটনাচক্রে কিছুদিন পর শেখ সা'দী কোহেস্তানে গেলেন। হাকিম নাযারীর সংগে তার মুলাকাত হলো। তিনি শেখ সা'দীকে নিজের কাছে নিয়ে গেলেন। এবার পাল্টা মেহমানদারী শুরু হলো। প্রথম দিন মামুলী ধরনের খাবার। দ্বিতীয় দিন ভুনা খাবার। তৃতীয় দিন গোশ্‌ত ও পোলাও। এভাবে রোজ রোজ নতুন নতুন খাবার যোগ হতে লাগলো। তারপর একদিন বিদায় নেয়ার সময় হলো। নাযারী মেহমানের কাছে মাফ চেয়ে জানালেন যে, শেখ সা'দী তাঁর বেলায় মেহমানদরীর নামে যা করেছিলেন, তা

www.pathagar.com

শেখ সা'দী প্রাণ ঢেলে মেহমানদারী করতে লাগলেন

ছিলো মেহমানের উপর জুলুম। ইসলামী তরীকায় যে মেহমানদারী সাদাসিধে ভাবেই করার নিয়ম, তা তিনি শেখ সা'দীকে নতুন

www.pathagar.com

করে বুঝিয়ে দিলেন।

মাতৃভূমি শিরাজকে দুরবস্থার কবলে দেখে শেখ সা'দী উচ্চতর শিক্ষার জন্য বাগদাদে গিয়েছিলেন। সে সময় দেশের সুলতান ছিলেন আতাবক সাদ যঙ্গী। শিক্ষা শেষ করে এসে তিনি দেশের হারানো গৌরব পুনরায় ফিরে এসেছে দেখতে পেলেন।

আতাবক সাদ যঙ্গীর স্থলে দেশের সুলতান তখন তাঁর পুত্র কতলগ্ খান। অসাধারণ ক্ষমতার বলে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করার কিছুদিনের মধ্যে দেশের পুরানো গৌরব ফিরিয়ে আনেন। দেশ আবার শান-শওকতের মহিমায় কানায় কানায় ভরে উঠেছিলো।

বাদশাহর পৃষ্ঠপোষকতায় দেশে বহু মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হলো। অনেক চিকিৎসালয় স্থাপন করা হলো। আলেমদের মর্যাদা বহু গুণ বেড়ে গেলো। চিকিৎসকদের সম্মান বৃদ্ধি পেলো। দেশে আলেম দের মর্যাদা বাড়লেও বাদশাহ কতলগ্ ফকির-দরবেশদের বেশী খাতির ও সমীহ করতেন। ফলে, আলেমগণ বাদশাহ্র কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। তাঁরা নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছিলেন। শেখ সা'দীও তাঁদের পথ অনুসরণ করলেন। তবে তিনি কাহিনী বলার ছলে সব ঘটনা প্রকাশ করতে দ্বিধা করতেন না। বাদশাহর দোষ-গুণের কাহিনীও তিনি এভাবে বর্ণনা করতেন। এমনি সৎ-সাহসের অধিকারী ছিলেন শেখ সা'দী।

www.pathagar.com

ছয়

শেখ সা'দী একজন সবলদেহী পুরুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন উদার ও মহৎ হৃদয় ব্যক্তি। তিনি অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন। তিনি অক্লান্ত পদে দেশ থেকে দেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন। তা থেকে তাঁর দৈহিক শক্তি ও কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন সুফী ও সংসারত্যাগী ফকির। খালি পায়ে হেঁটেছেন মাইলের পর মাইল। আর অতি সাধারণ কাজও তিনি মনোযোগ দিয়ে করতেন।

বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্থানে তিনি তৃষ্ণার্তদের জন্য পানির ব্যবস্থা করেন। এ সকল কাজ থেকে শৈশব কালে তাঁর ধর্মশিক্ষার আভাস মিলে। তিনি ছিলেন সুন্নী। তবে 'মজালেসুল মুমেনীন' গ্রন্থে নূরুল্লাহ শুসতারী তাঁকে শিয়া মতে বিশ্বাসী বলে উল্লেখ করেছেন।

মতভেদের কথা বাদ দিলেও তিনি ছিলেন একজন খাঁটি ও আদর্শ মুসলমান। অনেকে আবার তিনি বাতেনী ও সুফী মত পোষণ করতেন বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর লেখা ও কর্মে সুফী মত প্রকাশ পেয়েছে। আর শেখ সা'দী আসলেও একজন সুফী ছিলেন। তিনি স্বার্থান্বেষী ছিলেন না। নিজের স্বার্থকে কোনোদিন তিনি বড় করে দেখেন নি। তিনি পরোপকারী ছিলেন। আমীর-বাদশাহ্‌দের কাছে তিনি তদবীরে যেতেন। দীন-দুঃখীদের মংগল সাধনই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য। মানুষের সেবা আর কল্যাণেই নিজের জীবনকে তিনি বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

শেখ সা'দী ছিলেন জ্ঞানের ভাণ্ডার। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ছিলেন। তাঁর বুদ্ধিমত্তার গুণে তিনি জীবনে সঠিক পথে চলার দিক নির্ণয় করে নিয়েছিলেন। পুঁথির বিদ্যা নয়, সময়ের ঘটনাবলীও তাঁর জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিলো। রাজনৈতিক ও সামাজিক উত্থান-পতনের ঘটনা থেকে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। ভ্রমণ তাঁর সেই অভিজ্ঞতাকে আরো হাযার গুণে সমৃদ্ধ করেছে।

শেখ সা'দী ছিলেন কালের সাক্ষী। সুদীর্ঘ দিন তাঁর বেঁচে থাকার সৌভাগ্য হয়েছিলো। তাই তিনি অনেক রাজবংশের উত্থান-পতন দেখেছেন। তাঁর চোখের সামনে সিরিয়ায় বিপ্লব ঘটতে দেখেছেন। তিনি উযীরের ছেলেকে দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে বেড়াতে দেখেছেন। আবার দরিদ্র বংশের ছেলেকে উচ্চপদে আসীন হতে দেখেছেন। তিনি জানতেন যে, সবই আল্লাহ্‌তা'লার অপূর্ব লীলা। তিনিই যে মাবুদ। তাঁর উপরে কেউ নেই।

মুসলমান বীরদের তলোয়ারের ঝনঝনানিতে বিশ্ব একদিন কেঁপে উঠেছিলো। মুসলমান তাদের বীরত্বে এশিয়া, ইউরোপ আর আফ্রিকার বহুদেশ জয় করে নিয়েছিলো। ইসলামের জয়ডংকা মহাদেশ থেকে মহাদেশে বেজেছিলো। ইসলামের ঝাণ্ডা উড়েছিলো সেই সব মহাদেশের আকাশে।

সপ্তম দশক হিজরীতে শেখ সা'দী অসংখ্য বিচিত্র ঘটনা ঘটতে দেখেছেন। কর্ডোভার শৌর্য-বীর্য সমগ্র পৃথিবীকে একদিন প্রভাবিত করেছিলো। গৌরবে মহিমান্বিত কর্ডোভাকে তিনি এই শতকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে দেখেছেন।

খাওয়ারযমদের সাম্রাজ্য উরাল নদী থেকে হিন্দ্ সাগর আর পারস্যোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। এই বিশাল সাম্রাজ্যে সেলজুক আর খাওয়ারযম শাহীর মধ্যে অন্তর্কলহ শুরু হয়েছিলো এই শতকেই। তাতারদের আক্রমণে পরাজিত হয়ে খোয়াতে হয়েছিলো

www.pathagar.com

লক্ষ লক্ষ প্রাণ আর খোরাসানের বল্‌খ, মর্‌দ, হেরাত ও নিশাপুর শহর। বনি আব্বাসদের রাজবংশ সোয়া পাঁচশ' বছর বিপুল পরাক্রমের সংগে শাসন করেছিলো। এই শতকে মোগলদের তলোয়ারের সামনে সেই প্রবল পরাক্রম রাজ বংশেরও পতন ঘটেছিলো। ইসমাইলী সম্প্রদায় একদা বিপুল বিক্রমে পূর্বদেশে রাজত্ব করেছিলো। তাদেরও একদিন তাতার আর কুর্দদের হাতে নিশ্চিহ্ন হতে হয়েছিলো।

শেখ সা'দী শুধু যুদ্ধ-বিগ্রহই দেখেন নি, তাঁর সময়ে অনেক বড় বড় দুর্ভিক্ষ ঘটেছিলো দুনিয়ার বুকে। তিনি ছিলেন সেই দুর্ভিক্ষের হাহাকারের একজন দর্শক। সপ্তম দশক হিজরীতেই দুর্ভিক্ষের আহাজারিতে শেখ সা'দীর জন্মভূমি শিরাজে অসংখ্য লোক প্রাণ হারিয়েছিলো। মিশরে ইতিহাসের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বিনষ্ট হয়েছিলো।

শেখ সা'দী এ সকল ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। জীবনের অভিজ্ঞতা আর ইতিহাসের উত্থান-পতন শেখ সা'দীকে করে তুলেছিলো এক পরম জ্ঞানী বহুদর্শী মহাপুরুষ।

www.pathagar.com

সাত

শেখ সা'দী কবি হিসেবে ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর রচনার গতি ছিলো স্বাভাবিক ও সুন্দর। তাঁর লেখায় কোথাও কৃত্রিমতা ছিলো না। লেখার ভেতর দিয়ে উপদেশচ্ছলে মানুষের মংগল করাই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য। শেখ সা'দীর লেখাতে উপদেশগুলো ছিলো খুব স্পষ্ট। তাঁর কাব্য পারস্য সাহিত্যে প্রবাদ হিসেবে গণ্য হয়েছিলো।

শেখ সা'দীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে কুল্লিয়াত, গুলিস্তাঁ, বোস্তাঁ, সাহাবিয়া, করিমা, কাসায়েদে ফারসী, কাসায়েদে আরবীয়া, গযলিয়াত ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। কুল্লিয়াত তাঁর আরবী ও ফারসীতে গদ্য-পদ্য লেখা কয়েকটি গ্রন্থের সন্নিবেশ। গুলিস্তাঁ তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। গুলিস্তাঁ ও বোস্তাঁ গ্রন্থের ভাব ও ভাষা, অলংকার ও উপদেশ অতুলনীয়। গুলিস্তাঁ ও বোস্তাঁ খুবই জনপ্রিয় গ্রন্থ। সহজ ও সরলভাবে কাহিনীর বর্ণনা, সময়োপযোগী উপদেশ প্রদান গুলিস্তাঁর জনপ্রিয়তার মূল কারণ। আরবী, তুর্কী ছাড়াও বহু পাশ্চাত্য ভাষায় গুলিস্তাঁ ও বোস্তাঁর অনুবাদ হয়েছে। ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, ডাচ্, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষাতেই বহুল পরিমাণে অনূদিত হয়েছে। আমাদের মাতৃ-ভাষা বাংলাতেও শেখ সা'দীর অনেক গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে। তুলনা-মূলকভাবে গুলিস্তাঁর অনুবাদ হয়েছে বোস্তাঁর চেয়ে বেশী। গুলিস্তাঁর মতো ফারসী সাহিত্যের আর কোনো গ্রন্হ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়নি।

শেখ সা'দীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্হ গুলিস্তাঁ বিশ্ব-সাহিত্যের এক মহা-মূল্যবান সম্পদ। তাঁর সময়ে সংঘটিত সমসাময়িক ঘটনাবলী

www.pathagar.com

তিনি এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাছাড়া, অনেক উপদেশ-মূলক কাহিনীতে এই গ্রন্থ সমৃদ্ধ। তাই গুলিস্তাঁ মানব জীবনের কল্যাণকামী গ্রন্থ রূপেই সমধিক আখ্যায়িত। শেখ সা'দী রচিত গুলিস্তাঁর অনেকগুলো কাহিনী থেকে মাত্র কয়েকটা কাহিনী এখানে দেয়া হলো।

প্রথম কাহিনী

এক পরাক্রমশালী বাদশাহ। শেষ পর্যন্ত তিনি অসুখের কাছে পরাজিত হলেন। অত্যন্ত কঠিন এক রোগে তিনি আক্রান্ত হলেন। অনেক চিকিৎসা করা হলো; কিন্তু রোগ সারলো না। অবশেষে চিকিৎসকগণ রায় দিলেন যে, মানুষের পিত্ত ছাড়া এ রোগ থেকে আরোগ্য লাভের আর কোনো অষধ নেই। বাদশাহ হলেন শাহেনশাহ্। দিন-দুনিয়ার মালিক। অতএব তাঁকে সুস্থ করতেই হবে। পিত্ত দরকার। আর পিত্তের জন্য একজন জীবন্ত মানুষ দরকার।

রাজ্যের সবাই মানুষের খোঁজে লেগে গেলো। অবশেষে মানুষ পাওয়া গেলো। দস্তরমতো জীবন্ত মানুষ। এক কৃষকের ছেলে। বাপ-মা দরিদ্র। তাদের অর্থের প্রয়োজন। আর ওদিকে বাদশাহ অসুস্থ। তাঁর জন্য পিত্তের প্রয়োজন। দরিদ্র মা-বাপ ছেলেকে বিক্রি করে দিলো। কিন্তু জীবন্ত মানুষের পেট থেকে তো আর পিত্ত বের করা যাবে না। তাকে খুন করতে হবে। কাযীর দরবারে হাযির হলো সবাই। বাদশাহর জন্য পিত্তের প্রয়োজন। কাযী দ্বিধাহীন চিত্তে ফতোয়া দিলেন—অনায়াসে ছেলেটিকে কতল করা যেতে পারে।

জল্লাদের ডাক পড়লো। প্রাণঘাতী জল্লাদ হাযির হলো। ছেলেটি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। বাদশাহ তার কতল দেখবার জন্য হাযির ছিলেন। ছেলেটি জল্লাদ আর বাদশাহ্‌র উপস্থিতি অবজ্ঞা করে আকাশের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলো। জল্লাদের উদ্ধত তলোয়ার থেমে গেলো। বাদশাহ অবাক হলেন। ছেলেটির হাসবার কারণ

www.pathagar.com

জিগ্যেস করলেন। মৃত্যু যাকে হাতছানি দিচ্ছে, তার আর ভয় কিসের! ছেলেটি নির্ভয়ে জানালো যে, তার মা-বাপ দরিদ্র। দারিদ্রের নিষ্পেষণে তারা ছেলেকে বিক্রি করেছে। তাদের বিরুদ্ধে তার কোনো অভিযোগ নেই।

কাযী বাদশাহ্‌র হুকুমদার। কাযী তার মৃত্যু দণ্ডাদেশ দিয়েছেন। তাতে অবাক হবার কিছু নেই। তাই তাঁর কাছেও কোনো ফরিয়াদ টিকবে না। আর দেশের বাদশাহ? তাঁর কাছেও তো নালিশ করা যাবে না। কারণ, বাদশাহ্‌র জন্যেই তো তার মৃত্যু। সুতরাং বাদশাহ্‌র কাছেও বিচার চাওয়ার অর্থ নেই। এই প্রহসন দেখে তার হাসি পাচ্ছে। সে কিছুতেই হাসি চেপে রাখতে পারছিলো না। তাই আকাশের দিকে তাকিয়ে সারা বিশ্বের মালিক পরওয়ারদিগারের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছিলো।

বাদশাহ্‌র টনক নড়লো। তাই তো, তিনি তো বড় অন্যায় কাজ করতে যাচ্ছেন! তাঁর চোখের কোণে পানি দেখা দিলো। মন গলে গেলো। একটা বেগুনাহ্‌ ছেলেকে এভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া তো পাপ। না, এ পাপ তিনি কিছুতেই করতে পারেন না। তিনি নির্দোষ ছেলেটিকে মুক্তি দেয়ার আদেশ দিলেন। ছেলেটি মুক্তি পেলো।

বাদশাহও রোগমুক্ত হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

আট

আরেকটি কাহিনী

একদিন এক বাদশাহ শাসন কাজ পরিচালনা করছেন। তিনি অপরাধীকে তার গুরুতর অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড দিলেন। অপরাধী অনেক আকুতি-মিনতি করে তার প্রাণ ভিক্ষা চাইলো। কিন্তু বাদশাহর হুকুমের বরখেলাপ হলো না। তখন অপরাধী বাদশাহকে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করতে লাগলো। বাদশাহ ব্যাপারটা ঠিক ঠাহর করতে পারলেন না। তিনি উযীরের নিকট অপরাধীর বক্তব্য জানতে চাইলেন।

উযীর সাহেব অত্যন্ত ভালো দীলের মানুষ ছিলেন। পরোপকার ছিলো তাঁর ধর্ম। তিনি জানালেন যে, যিনি রাগ দমন করে অপরাধ করেন, তিনি আল্লাহ্‌র বন্ধু। উযীরের কথা শুনে বাদশাহ্ অত্যন্ত খুশী হলেন। তিনি অপরাধী ব্যক্তির শাস্তি মওকুফ করে দিলেন। তাকে মুক্ত করে দেয়ার হুকুম জারী করলেন। কিন্তু পাশে ছিলেন আর একজন উযীর। হিংসুক বলে তাঁর বেশ দুর্নাম ছিলো।

প্রথম উযীরের প্রতি তাঁর হিংসা ফেটে পড়ছিলো। তিনি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললেন যে, প্রথম উযীর সাহেব মিথ্যে কথা বলেছেন। আসলে অপরাধী বাদশাহ্‌কে গাল-মন্দ করেছে। বাদশাহ খানিক চুপ করে থেকে শুধু বললেন, তাঁর কথা যদি সত্য হয়, তাহলেও প্রথম উযীরের মিথ্যের চেয়ে নিকৃষ্ট। কেননা, প্রথম উযীরের বক্তব্যে পরোপকারের মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত ছিলো। আর দ্বিতীয় উযীরের কথায় অনিষ্ট অভিসন্ধি লুকানো ছিলো।

www.pathagar.com

বাদশাহ তাঁর হুকুম জারী রাখলেন। অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন।

অন্য একটি কাহিনী

এক দেশে এক বাদশাহ ছিলেন। তাঁর কয়েকজন শাহযাদা ছিলো। তাদের মধ্যে একজন ছিলো পাতলা, দুর্বল ও খাটো। তার অন্য ভাইয়েরা ছিলো মোটাসোটা, লম্বা ও দেখতে সুন্দর। বাদশাহ তাঁর সুন্দর ছেলেদের খুব ভালোবাসেন। দুর্বল বেঁটে ছেলেটিকে তিনি দেখতে পারতেন না। তার প্রতি সর্বদা তিনি অবজ্ঞা প্রদর্শন করতেন। কিন্তু শাহযাদা পাতলা আর দুর্বল হলে কি হবে, তার বুদ্ধিশুদ্ধি বেশ ছিলো। সে বেশ চালাক চতুর ছিলো। শাহযাদা বাদশাহর মনের ভাব বুঝতে পেরেছিলো। পিতাকে বোঝাতে চাইলো যে, বুদ্ধিমান চালাক-চতুর যদি কুৎসিত কদাকারও হয়, সে সুন্দর ও নির্বোধের অপেক্ষা উত্তম আর শ্রেয়ঃ। কারণ, দেখা গেছে যে, ছোট-খাটো জিনিস অনেক সময় বড়সড় জিনিসের চেয়ে বেশী মর্যাদাশালী।

শাহযাদা কয়েকটা উদাহরণও দিলো। তুর্ পাহাড়ের গুরুত্বের কথা তুলে জানালো যে, তুর্ পাহাড়টি অনেক পাহাড়ের তুলনায় ছোট হলেও সেই পাহাড়ের মরতবা আল্লাহতা'লার নিকট অত্যন্ত বেশী। বাদশাহ বিনা বাক্য ব্যয়ে শাহযাদার কথা শুনলেন। ঘটনা-চক্রে কিছুদিন পর শত্রু সৈন্যরা বাদশাহর রাজ্য আক্রমণ করলো। দুই পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে প্রবল যুদ্ধ বাঁধলো। দুর্বল শাহযাদা সৈন্যদল নিয়ে শত্রু সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। শত্রু সৈন্য সংখ্যায় বেশী হওয়া সত্তেও তাঁর উৎসাহে বাদশাহর সৈন্যরা বীরত্বের সংগে যুদ্ধ করতে লাগলো।

শাহযাদার সাহসিকতার বাদশাহ্‌র রাজত্ব রক্ষা পেলো। শত্রু সৈন্যরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করলো। বাদশাহ আনন্দে অধীর হয়ে বিজয়ী শাহযাদাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর দু'চোখ বেয়ে

www.pathagar.com

আনন্দের অশ্রু ঝরতে লাগলো। তিনি শাহ্‌যাদাকে যুবরাজের পদে অভিষিক্ত করলেন। কিন্তু তার অন্য ভাইয়েরা এটা ভালোভাবে নিতে পারলো না। তারা যুবরাজকে সহ্য করতে পারলো না। হিংসা-পরায়ণ ভাইয়েরা যুবরাজকে বিষ খাইয়ে হত্যা করতে চাইলো। কিন্তু তাদের এক বোন সেই চক্রান্ত টের পেয়ে গেলো। যুবরাজ শেষ-পর্যন্ত বোনের সহায়তায় মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেলো। বাদশাহর কাছে এ খবর পৌঁছলো। তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন।

কিন্তু রাজকার্য পরিচালনায় তিনি বেশ বিজ্ঞ ছিলেন। তিনি পুত্রদের ভিন্ন ভিন্ন দেশের শাসনভার দিয়ে রাজধানী থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। পৃথক পৃথক স্থানে থাকলে চক্রান্তের জোট পাকাতো পারবে না। তিনি শুধু বললেন যে, দশজন দরবেশ একটা কম্বলের নীচে আরামে শুতে পারে, কিন্তু দু'জন বাদশাহ্‌ এক দেশে বাস করতে পারে না। খোদা-প্রেমিক মানুষ রুটির একটি টুকরোকেও অন্যের জন্য ভাগ করে দিতে কুন্ঠা করে না, কিন্তু বাদশাহ একটি দেশ জয় করার সংগে সংগে আরেকটি দেশ জয় করার মতলব আঁটেন।

www.pathagar.com

নয়

গুলিস্তাঁর একটি কাহিনীতে যেন শেখ সা'দীর নিজের জীবনের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়।

মিশর দেশ। রাজার দুই পুত্র। এক ছেলের অর্থের প্রতি লালসা। আরেক ছেলের জ্ঞান লাভের প্রতি আকর্ষণ। প্রচুর অর্থ উপার্জন করে বিরাট ধনী এক পুত্র। বিদ্যা অর্জন করে আরেক পুত্র হলো জ্ঞানী। ধনী পুত্রের অহংকার পর্বত প্রমাণ। আর জ্ঞানী পুত্রের বিনয়ের অন্ত নেই। রাজা মারা গেলেন। ধনী পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তার ধন-দওলত অনেক গুণ বৃদ্ধি পেলো। তার অহংকারও আকাশচুম্বী হলো। আর জ্ঞানী পুত্র অতি সাধারণভাবে জীবনযাপন করতে লাগলো।

একদিন দু'ভাইয়ের কথা হচ্ছিলো। ধনী ভাইয়ের কথায় অহংকার ঝরে পড়ছিলো। তিনি বললেন, অর্থ রোজগার করে তিনি রাজা হয়েছেন। তার কত ধন-দওলত আর শান্-শওকত! কত আরামে তিনি বাস করছেন। কোনো চিন্তা নেই, ভাবনা নেই। নির্বিঘ্ন জীবন যাপন করছেন। আর জ্ঞানের পেছনে ছুটে ছোট ভাই দরিদ্র রয়ে গেলো। উত্তরে জ্ঞানী ভাই সবিনয়ে তার কোনো দুঃখ বা মনঃপীড়া নেই বলে জানালেন।

তিনি অর্থের দিক থেকে দরিদ্র হতে পারেন ; কিন্তু জ্ঞানের দিক থেকে মোটেই দরিদ্র নন। কারণ, লোকমান হাকিম, বুআলী সিনা,

www.pathagar.com

ইমাম গায্যালীর মতো মনীষী ব্যক্তিরা যে জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে গেছেন, তিনি সেই জ্ঞান-সমুদ্র থেকে জ্ঞান আহরণ করেছেন।

পৃথিবীর সেই পণ্ডিত ব্যক্তিদের জ্ঞানের উত্তরাধিকারী হবার সৌভাগ্য তিনি লাভ করেছেন। আর তার ধনী ভাই হচ্ছেন ফেরাউনের মতো নিষ্ঠুর রাজাদের উত্তরাধিকারী। অন্যদিকে জ্ঞান আহরণ করে তিনি অতি নম্র আর ভদ্র। তিনি তো সামান্য একটা পিপীলিকা মাত্র। মানুষ অনায়াসে যাকে পদদলিত করতে পারে। আর তার ভাই হচ্ছেন ক্ষমতাগর্বে গর্বিত একটা বোল্‌তা। তার দংশনের আশংকায় মানুষ সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত। তার হুলের দংশনে মানুষ চীৎকার করে ছুটে পালিয়ে যায়। আর এখানেই তার এবং তার ভাইয়ের মধ্যে ফারাক। তাকে যে মানুষ পীড়নের ক্ষমতা দেন নি, সেজন্য তিনি আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞ। কেননা, মানুষের সেবাই তার ধর্ম।

শেখ সা'দীরও মানুষের সেবাই ধর্ম ছিলো।

শেখ সা'দী নানা গুণের অধিকারী ছিলেন। জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতম সোপানে আরোহণ করেও তিনি ছিলেন জ্ঞান-পিপাসু। তিনি জটিল মাসলা-মাসায়েল অতি সহজ সমাধান করে দিতে পারতেন। অনেক বড় বড় আলেমও তাঁর নিকট মাসলা-মাসায়েলের সমাধান লাভের প্রত্যাশায় আসতেন। তিনি তাঁদের সেই সমস্যার সমাধানের পথ বাৎলে দিতেন। তাঁর অপরিসীম গুণাবলীর জন্য তিনি সকল আলেম সমাজের নিকট অতি সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। শৈশবে তিনি ধর্মীয় শিক্ষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। আর পরিণত বয়সে আহরণ করেন জ্ঞান।

শেখ সা'দী তার শৈশবকালের কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেনঃ আমার মনে পড়ে অতি অল্প বয়সেই আমি খুব ধর্মপরায়ণ ছিলাম।

www.pathagar.com

আমি নিয়মিত রাত্রি জাগিয়া উপাসনা করিতাম এবং যথা সময়ে সকল ধর্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করিতাম। এক রাত্রে আমি পিতার সাক্ষাতে জাগিয়া কোরআন পাঠ করিতেছিলাম। আমার চারিদিকে সকলে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত ছিলো। স্নেহময় পিতার দিকে তাকাইয়া আমি বলিলাম—'ইহাদের কেহই উপাসনার জন্য মস্তক উত্তোলন করিতেছে না। ইহারা মৃত্যুর ন্যায় গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন।'

পিতা স্নেহপূর্ণ অথচ ক্ষুব্ধ ভৎর্সনার সুরে বলিলেন—'বাছা, অপরের দোষ দেখানো ছাড়া অন্য কোনো কাজ যদি তোমার না-ই থাকে, তাহা হইলে তোমারও ঘুমাইয়া থাকা উচিত।'

শেখ সা'দী পিতার সেই উপদেশ সারা জীবন ধরে প্রতিপালন করে গেছেন।

৬৯১ হিজরীতে ১২৯১ খৃস্টাব্দে মহামনীষী মহাকবি শেখ সা'দী ইন্তেকাল করেন।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো একশ' বিশ বছর।

---

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-২